অমর
চিত্র
কথা

No. 341 Rs. 4/-

মহাভারত-৭

চক্রান্তের আগুন

indraindrajal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা

সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহ সম্পাদক
কমলা চন্দ্রকান্ত
সুব্বারাও
বিবরণ
কমলা চন্দ্রকান্ত
টি. এম. পি. নেডুংগড়ী
চিত্রশিল্পী
দিলীপ কদম
শিল্প-উপদেষ্টা
রাম ওয়াঈরকর
ভাষান্তর
দেবরানী মিত্র
প্রস্তুতি
গোবিন্দ কোটয়ানী

*

প্রকাশনায়ঃ
এইচ. জি. মীরচন্দানী
আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ,
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স
ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬—এর পক্ষে
এবং তাঁর দ্বারা আই. বি.
এইচ. প্রিন্টার্স মারোল নাকা,
মথুরাদাস ভীষানজী রোড,
বোম্বে ৪০০ ০৫৯ থেকে মুদ্রিত।

© আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বোম্বে ৪০০ ০২৬ দ্বারা সবস্বত্ব সংরক্ষিত, ১৯৮৪।

বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক ঃ

উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন ঃ ৩৪-৮০৪৩

মহাভারত

মহাভারত দীর্ঘতম মহাকাব্য। এটি সার্থকতম মহাকাব্যও বটে। কারণ, মহাভারত শুধু চিরকালের সেরা সাহিত্যকীর্তিই নয়, এটি একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র আর নীতি ও আচরনরীতির সুসমগ্র সারগ্রন্থ।

মহাভারতের সৃষ্টি রহস্যে আবৃত। এক্ষেত্রে বোধহয় এমনই হওয়া উচিত। মানুষ গভীর অনুসন্ধিৎসা সহকারে এর অন্তরে দৃষ্টিপাত করতে প্রচেষ্ট হয়েছে - এর সৃষ্টিকর্তা বেদব্যাসের ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করতে, এর রচনাকাল সুনির্ধারন করতে আর এর ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষন করতে। কিন্তু মানুষের মনে আজও অনিশ্চয়তা থেকে গেছে।

এই লক্ষাধিক শ্লোক রচনা কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব? শ্রুতি-পরম্পরায় প্রাপ্ত এই কাব্যটি কি লেখা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৮০০ সালে, না খৃঃ পূঃ ৬০০ সালে, কিম্বা খৃঃ পূঃ ৩০০ সালে? বিচিত্রিত ধূসর বর্ণের আর উত্তর দেশীয় কৃষ্ণ বর্ণের প্রাপ্ত পণ্যদ্রব্যের স্তরবিচার, কিম্বা আধুনিক কালের নগরনগরীর ও সমতলভূমির সংগে নামের মিল, নয়তো খনন করে পাওয়া বস্তুসামগ্রীর ওপর 'রেডিও-কার্বন' পরীক্ষা কাব্যটির ঐতিহাসিকতা কি সমর্থন করে? এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনও উত্তর নেই।

এই কাহিনীর কেন্দ্রঘটনা — কৌরব ও পাণ্ডব, এই দুই রাজবংশীয় ভ্রাতাবর্গের রেষারেষি, যা আঠেরো দিন ব্যাপী রক্তাক্ত যুদ্ধে পরিসমাপ্তি পেয়েছিল — নিশ্চয়ই কোন সত্যঘটনা-ভিত্তিক।

মূল কাহিনীর যে সব ভাষ্য আছে তা' তিনটি পাঠান্তরের নির্দেশ দেয়: প্রথমটি বেদব্যাসের নিজের আবৃত্তি, দ্বিতীয়টি তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে যেরকম বলেছিলেন, আর তৃতীয়টি কোন এক সৌতির যিনি বৈশম্পায়নের আবৃত্তি শুনেছিলেন। মুদ্রনপ্রথার চল হয়ে নির্ধারিত পাঠের সংস্করন প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই কাব্যের মধ্যে অনেক নতুন সন্নিবেশ, অনেক নতুন কাহিনী যুক্ত হয়েছে।

এই সিরিজের জন্য আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নির্দেশ নিয়েছি:

(১) মহাভারত — হিন্দী অনুবাদ সংবলিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ,
রচয়িতা: পণ্ডিত রামনারায়নদত্ত শাস্ত্রী (রাম),
প্রকাশনায়: গীতা প্রেস, গোরখপুর।

(২) শ্রী মহাভারতম — মালয়লাম ভাষায় পদ্যানুবাদ,
কবি: কুঞ্জিকুট্টন তাম্পুরম,
প্রকাশক: এস. পি. সি. এস., কোট্টয়ম।

(৩) দি মহাভারত — প্রতাপ চন্দ্র রায়ের ইংরাজী গদ্যানুবাদ,
প্রকাশক: মুন্সীরাম মনোহরলাল, নয়া দিল্লী।

(৪) পুনার 'ভাণ্ডারকর' ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর প্রকাশিত সমালোচনামূলক সংস্করন।

অমর চিত্র কথা এর আগে মহাভারতের অনেকগুলি প্রিয় গল্প পরিবেশন করেছে। সেগুলি নির্বাচন করা হয়েছে তাদের আবেগ, ও চিত্তাকর্ষক আবেদনের ভিত্তিতে। আর চিত্র কথার ধরনের অনুযোগী করে সেগুলির অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে।

৬০ খণ্ডে সমাপ্য বর্তমান সিরিজে কিন্তু, সংক্ষেপিত করা সত্ত্বেও, মূল সংস্কৃত রচনাকে অব্যতিক্রমে অনুসরন করা হয়েছে।

(এই সিরিজের বাংলা সংস্করনে ভাষান্তর করেছেন শ্রীমতী দেবরানী মিত্র)।

মহাভারত-৭
চক্রান্তের আগুন

ভরতবংশীয়দের নিয়ে লেখা ব্যাসদেবের মহাকাব্য, স্বয়ং অমর ঋষি ব্যাসদেবের নির্দেশেই, তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন সর্বপ্রথম জনসমক্ষে পাঠ করেছিলেন।

এটি পাঠ করা হয়েছিল, ব্যাসদেবের পৌত্রের প্রপৌত্র, রাজা জনমেজয় আর তাঁর আয়োজিত সর্প-সত্রে আগত প্রাজ্ঞ ঋষিদের মহিমাময় উপস্থিতিতে।

ব্যাসদেবের মহাভারতের যে পাঠ বৈশম্পায়ন করেছিলেন – যে পাঠের পরিবেশন আমরা করছি, তার ষষ্ঠ পর্যায়ে ছিল, কর্ণের দুর্যোধনের প্রতি চির-আনুগত্য স্বীকারের ফলে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তার বিবরণ। আর ছিল, দ্রোণ কি করে তাঁর বীরাশিষ্য অর্জুনকে দিয়ে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, তার বর্ণনা।

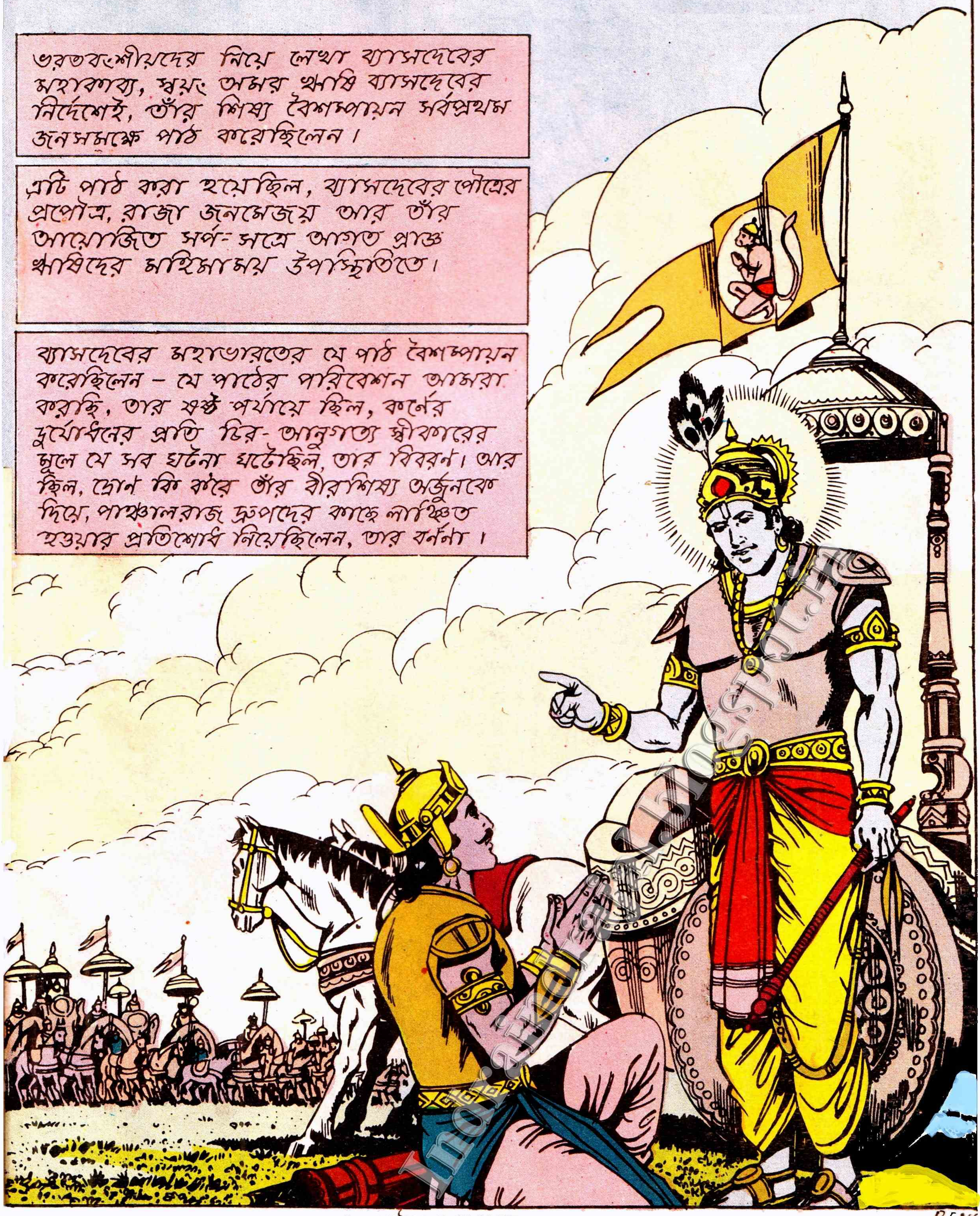

সংস্কৃত নাম ও শব্দের ব্যাখ্যা ৩২ পৃষ্ঠায় আছে।

BENG

দ্রুপদকে অপদস্থ করার কিছু পরেই একদিন দ্রোণাচার্য, কুরু-রাজকুমারদের সাক্ষাতে অর্জুনকে ডেকে পাঠালেন।

"তিনি বললেন:

গভীর অধ্যবসায়ে আমি ঋষি অগ্নিবেশের কাছ থেকে ব্রহ্মশিরা: অস্ত্র লাভ করেছি। উনি এটি পেয়েছিলেন ঋষি অগস্ত্যের থেকে।

এই অস্ত্র সারা পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। আর, তুমিই একমাত্র এ অস্ত্র পাওয়ার যোগ্য বলে এটি আমি তোমায় দিয়েছি।

এখন যোগ্য কর্তব্য হল যে, তুমি তোমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রদের সম্মুখে আমাকে এর সমোচিত মূল্য প্রদান কর।

Amarchitrakatha.com

"অর্জুন সম্মতি জানাতে গুরু বললেন :
যদি কোন দিন আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করি, তোমাকে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে — এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে।
"আর, দ্রুপদ-নিগ্রহের এক বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরকে ধীর, স্থির, কঠোর অথচ ক্ষমাশীল আর অচল ধর্মানুরাগী দেখে, তাকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করলেন।
অল্প সময়ের মধ্যেই যুধিষ্ঠির, তার সদা সদ্ব্যবহার, মহানুভবতা আর অন্তর্দৃষ্টিতে নিজ পিতা পাণ্ডুকেও ছাড়িয়ে গেল।
"মধ্যম পাণ্ডব ভীম বলরামের কাছে অসিচালনা, গদাযুদ্ধ আর রনক্ষেত্রে রথচালনার শিক্ষাগ্রহন করল; তবুও নিজের ভাইদের সংগে পূর্ন সম্প্রীতি ছিল তার।

"প্রচণ্ড বাহুবল, ক্ষিপ্রতা, লক্ষ্যভেদ-নৈপুণ্য আর নানা অস্ত্রের জ্ঞান ও প্রয়োগবিধিতে ব্যুৎপত্তির জন্যে অর্জুন হল বিখ্যাত। দ্রোণ তাকে অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় মনে করতেন।
সহদেব দ্রোণের কাছে শিখল নীতিশাস্ত্র - আচরণবিধি। দ্রোণাচার্য ছিলেন অসুর - দেবগুরু বৃহস্পতির সমতুল্য,...
"...তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত সহদেব ভায়েদের সঙ্গে শান্তি-সংগতিতে থাকত।
" আর ভায়েদের আদরের নকুল বিচিত্র অস্ত্র-জ্ঞানী আর অতিরথ বলে খ্যাতি লাভ করেছিল।

"সত্যই পাণ্ডবদের প্রতাপ এমনই প্রবল হয়েছিল যে তারা অনায়াসে মহাবল সৌবীরকে রণে নিধন করেছিল। সৌবীর তিন বৎসরব্যাপী এক মহাযজ্ঞ করেছিল আর মহাপরাক্রম গন্ধর্বদেরও দমন করে রেখেছিল।

"এই যবনরাজ, যাকে মহাবল পাণ্ডুও আগে বশীভূত করতে পারেন নি, অর্জুন তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল।

"তারপর নিহত হল বিপুল, যিনি কুরুদের কিঞ্চুমাত্র সমীহ করতেন না।

"এরপর মহাশক্তিধর সুমিত্র যিনি দত্তামিত্র নামেও খ্যাত ছিলেন। এই দুর্জয় আর সংগ্রামপ্রিয় শত্রুকে পরাভূত করে...

BENG

"... তৃতীয় পাণ্ডব, ভীমের সাহায্যে, এক রথেই অযুত রথ পূর্বদেশীয় রাজাদের ধ্বংস করল। এই ভাবে সেই রথেই অর্জুন দক্ষিণদেশও জয় করে পরাজিত রাজমণ্ডলীর কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে কুরুদেশে নিয়ে এল।

এই ভাবে পাণ্ডবেরা, অনেক রাজ্য একে একে জয় করে নিজেদের রাজ্যের সীমা প্রভূত বিস্তার করল।

"কিন্তু পাণ্ডবদের এই ফল তী শক্তির গতিতে ধৃতরাষ্ট্রের মন তিক্ততায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

BENG

"অত্যন্ত কাতর হয়ে তিনি নিপুন রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী কানিষ্ককে ডেকে পাঠালেন। কানিষ্ক আসার পর তিনি বললেন:

পান্ডবদের অপ্রতিহত সফলতাপুর্ন শক্তিতে আমি বড়ই ঈর্ষা-কাতর হয়েছি। বলুন, তাদের সঙ্গে মিত্রতা করব না শত্রুতা করব। আপনি যা বলেন তাই শুনব।

"ধৃতরাষ্ট্রের কথায় উৎফুল্ল হয়ে ব্রাহ্মন তীক্ষ্ণ রাজনীতিতে ভরা ভাষায় বললেন:

মহারাজ, আমার মতামত শুনুন। আপ্রিয় হলেও আমার কথায় বিরক্ত হবেন না।

রাজার শক্তির প্রকাশ হওয়া উচিত সেই হাতে, যে হাত সব সময় দণ্ড দিতে উদ্যত।

শত্রুর নিধন করবেন কখনও সান্ধি বা দান দিয়ে, কখনও বা তাকে ধ্বংস করবেন ভেদ বা দণ্ড দিয়ে।

BanglaBook.org

"তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করলেন:

শত্রু-সংহারের শ্রেষ্ঠ উপায় কি? সান্ধি, না দান, না ভেদ, না দণ্ড?

"কণিক উত্তর দিলেন:

শুনুন তবে, মহারাজ! পূর্বকালে চতুর কূটনীতিজ্ঞ শৃগাল যা করেছিল তার গল্প শুনুন।

"প্রবল স্বার্থবুদ্ধিপরায়ন সেই শেয়াল, তার চার বন্ধু – বাঘ, ইঁদুর, নেকড়ে আর বেজি'র সংগে এক বনে বাস করিত। করত।

"তারা তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসল। শেয়াল বললে:

একদিন তারা বনের মধ্যে দেখল এক হরিনকে। কিন্তু হরিনটি যেমন বলবান তেমনি জোরে ছোটে। তারা কিছুতেই তাকে ধরতে পারল না।

ভাই বাঘ, হরিনটা জোয়ান, বলশালী আর বুদ্ধিমানও বটে। তাইতো ওকে ধরতে পারলে না।

BENG

তার চেয়ে ও যখন ঘুমিয়ে থাকবে ইঁদুর গিয়ে ওর খুরগুলো কুরে খেয়ে আসুক।
কুরে খাওয়া পা নিয়ে হরিন ছুটতে পারবে না, আর বাঘ তখন অনায়াসেই তাকে ধরতে পারবে।
আর সবাই মিলে তখন ভোজ লাগানো যাবে।
তারপর তারা পরামর্শমতো কাজ করল। ইঁদুর কুরে এল হরিনের পা, আর বাঘ তেড়ে গিয়ে মারল হরিনকে।
"শেয়াল তখন মরা হরিন দেখে সবাইকে ডেকে বলল:
বন্ধুগন, তোমরা এখন চান-টান সেরে এস, আমি ততক্ষন এটাকে পাহারা দিই।
"শেয়ালের কথা শুনে সবাই চলল কাছেরই এক নদীর দিকে, আর শেয়াল দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।
"সবার আগে ফিরল মহাশক্তিশালী বাঘ।

"শেয়ালকে চিন্তাকুল দেখে বাঘ বললে:
কি ভায়া! আমাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বুদ্ধিমান, আর তুমিই কিনা চিন্তিত! এস, মজা করে মাংস খাই।
"শেয়াল বললে:
ভাই বাঘ, তোমায় কি বলব! ভীষণ শক্তিমান তুমি, আর তুমি চলে যেতে ইঁদুর কিনা বললে যে তার গায়ের জোরেই আমাদের ভোজ জুটছে!
ইঁদুরের হম্বি-তম্বি শুনে আমার এই মাংস খাওয়ার রুচি নেই আর।
"বাঘ তখন বললে:
কি, এত বড় কথা! নিজে শিকার না করে অন্য কিছুই খাবনা আমি।
" এই বলে বাঘতো গেল চলে। তখন এল সেখানে ইঁদুর। তাকে দেখে শেয়াল বললে:
শুনেছ ভায়া, বেজি আমায় কি বললে?
বললে কিনা, বাঘের থাবা লেগে বিষিয়ে গেছে এ মাংস। এ আমি খেতে পারব না, শেয়াল ভাই। তার চেয়ে তুমি মত দিলে ইঁদুর মেরেই খাই।

BENG.

"এই কথা শুনে ইঁদুর পড়ি-মরি করে এক ছুটে নিজের গর্তে ঢুকে পড়ল।
"এরপর ফিরে এল নেকড়ে বাঘ। শেয়াল তাকে বলল:
পশুরাজ বাঘ তোমার ওপর কেন জানি ভীষণ খেপে উঠেছে। সে তার বাঘিনীকে নিয়ে এদিকেই আসছে। যা ভাল বোঝ কর।
শেয়ালের এই কথা শুনে, পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ করে এই ভোজটা খাবার ইচ্ছে হলেও নেকড়ে পালিয়ে গেল'
" এইবার শেয়ালের কাছে এল বেজি। তাকে শেয়াল বলল:
শোন, নিজের গায়ের জোরে সবাইকে হারিয়েছি। এখন মাংস খেতে হলে তোমাকেও আমার সঙ্গে লড়তে হবে।
" বেজি উত্তর দিল:
দুর্দান্ত বাঘ, নেকড়ে আর চতুর ইঁদুরকে হারিয়েছ যখন, আমি তো কোন ছার!
বেজিও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করল আর শেয়াল পেল একাই পুরো মাংসটা।

BENG

এইভাবেই, মহারাজ, আপনার শত্রু-দমন করা উচিত
আপনি অবশ্যই শ্রেয়তর; আর আপনার সংগতিও প্রচুর। কিন্তু পাণ্ডবেরা শক্তিমান। ওদের থেকে নিজেকে রক্ষা করা কর্তব্য।
পাণ্ডবদের থেকে নিজেকে আর নিজের পুত্রদের রক্ষা করার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। পরে যাতে অনুশোচনা না করতে হয়, সেইমত কূটনীতির আশ্রয় নিন।
" মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রকে এই মতন মন্ত্রনা দিয়ে কণিক বাড়ী ফিরে গেলেন।
এদিকে, যারাই পাণ্ডবদের কীর্ত্তি দেখেছে, স্ত্রী-পুরুষ সবাই মুক্তকণ্ঠে তাদের মাহাত্ম্যের কথা বলে বেড়াচ্ছে। সভাগৃহেই হোক আর রাজপথেই হোক সবার মুখে যুধিষ্ঠিরের নাম - রাজ্যের যোগ্যতম ভাবী অধীশ্বর হিসেবে।

BENG

indraindrajal.blogspot.in

"দুর্যোধন এইসব জনরব শুনতে পেল আর যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরকম পক্ষপাতিত্ব দেখে যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হল। অধৈর্য আর ঈর্ষায় কাতর হয়ে সে সোজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চলে এসে বলল:
পিতঃ, আপনাকে আর ভীষ্মকে সরিয়ে দিয়ে প্রজারা রাজা করতে চাইছে যুধিষ্ঠিরকে। ভীষ্ম তো এতে রাজী হয়ে যাবেন, কারণ তিনি নিজেই সিংহাসন ত্যাগ করেছেন।
পূর্বকালে, পাণ্ডু রাজ্য-লাভ করেছিলেন তাঁর প্রতিপত্তির জোরে, আর আপনি সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন অন্ধতার দরুণ।
এখন যদি পাণ্ডুর পুত্র রাজা হয় পিতার উত্তরাধিকারী এই বিবেচনায়, তাহলে তো তার পুত্র আর তার পরে তার বংশধরেরাই রাজা হতে থাকবে।
আর আমরা! আমাদের পুত্রদের আর তাদের বংশধরদের সবাইকে সংগে নিয়ে রাজ বংশে হীনমান হয়ে থাকব। আর প্রজারা আর সেই সংগে সারা জগৎ আমাদের অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা করবে।

BENG

প্রজারা আমাদের দুর্দশায় ফেলতে বদ্ধপরিকর।
আপনি যদি গোড়াতেই রাজ্যলাভ করতেন, তা হলে, প্রজারা যতই বিরুদ্ধমত হোক না কেন, আমরা এই রাজ্য লাভ করতে পারতাম।
সুতরাং, মহারাজ, যাতে পরোপজীবি থেকে আমাদের সারাজীবন নরকভোগ না করতে হয়, সেই মতো ব্যবস্থা করুন।
ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্যবুদ্ধি জনরব শুনে স্তিমিত হয়েছিল। নিজ পুত্র আর কণিকের কথা শুনে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল।
আর দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ আর শকুনি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসল।

"তারপর দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে বলল:
আপনি যদি কোন অছিলায় পাণ্ডবদের বারনাবত নগরে পাঠাতে পারেন, তবে ওদের থেকে আর ভয়ের কারন থাকে না।
"ধৃতরাষ্ট্র কিছুক্ষণ পুত্রের কথা মনে মনে আলোচনা করে নিয়ে বললেন:
ধর্মমতি পাণ্ডু তার আত্মীয়-স্বজন আর বিশেষ ক'রে আমার প্রতি সর্বদা কর্তব্যপরায়ন ছিল। সমস্ত সুখ সে আমার সংগে ভাগ ক'রে নিত। এই সাম্রাজ্যও তার থেকে পাওয়া।
পাণ্ডুর পুত্রও তার পিতার মতোই ধর্মমতি আর তাই প্রজারাও তাকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে।
রাজশক্তির পরম্পরায় সঞ্চিত প্রজাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার ডালি তার হিতাকাঙ্খীর দল ভারী করেছে।
সমস্ত মন্ত্রদাতা আর সৈন্যদল, হয় পাণ্ডুর লোক, নয় তাদের বংশধর। প্রজারাও পাণ্ডুর যত্নে আর অনুগ্রহে প্রতিপালিত হয়েছে।
যুধিষ্ঠিরের জন্যে তারা আমাদের হত্যা করতেও প্রস্তুত থাকবে।

BENG

"দুর্যোধন উত্তর দিল:
এ সব যে হতে পারে তা আমি আগেই ভেবে দেখেছি।
আর, তাই আমি প্রতাপশালী লোকদের উপহার আর উপঢৌকন দিয়ে বশ করেছি।
রাজকোষ আর মন্ত্রীমণ্ডলী এখন আমাদের দিকে চলেছে।
সুতরাং, মহারাজ, কোনও গোপন ফন্দীতে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।
সমস্ত রাজ্য পুরোপুরি আমার বশে এনে ফেলার পর কুন্তী আর তাঁর পুত্রদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।
"ধৃতরাষ্ট্র বললেন:
আমার মনেও এরকম চিন্তা এসেছিল। কিন্তু তা পাপপূর্ণ বলে মনে হবে বলে ঠিক মুখ ফুটে বলতে পারি নি।
BENG

তাছাড়া ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ – তাঁদের কেউই পাণ্ডবদের দূরে পাঠাতে রাজী হবেন না।
ঐ সব ন্যায়পরায়ন সাধুদের চোখে আমরা আর পাণ্ডবেরা সমান। তাঁদের কাছে পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই।
এই সব গুরুজনদের আর প্রজাদেরও ক্রোধের কারন হওয়া থেকে বাঁচবার কি উপায় আছে আমাদের?
"দুর্যোধন উত্তর দিল:
ভীষ্ম চিরকাল নিরপেক্ষই থাকবেন।
আর দ্রোণ যে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার পক্ষে থাকবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর অশ্বত্থামা আমার দিকে।

কৃপ এঁদের দুজনের সংগেই থাকবেন। উনি তাঁর ভাগিনেয় আর দ্রোনকে ছাড়তে পারবেন না।

বিদুর আমাদের অন্নাশ্রয়ী, যদিও মনে মনে তিনি আমাদের শত্রুর পক্ষেই। একা তিনি পাণ্ডবদের সাহায্য করলেও আমাদের ভয়ের কোন কারন নেই।

সুতরাং পাণ্ডবদের আর তাদের মাকে সরিয়ে দিন আর সেই সংগে যে ভীষন জ্বালা আমাদের নিদ্রা হরন করেছে তাকেও সরিয়ে দিন।

তারপর দুর্যোধন আর তার ভায়েরা ধন আর সম্পত্তি দানে জনসাধারনের মন জয় করতে লাগলেন।

আর ধৃতরাষ্ট্রের মতুর মন্ত্রনায় কোন কোন সভাসদ বারনাবত নগরের প্রশংসা করতে আরম্ভ করল।

BENG

"আর তারা বলল:
বারনাবতে পশুপতের উৎসব শীঘ্রই আরম্ভ হবে। আলোকদ্যুতিময় গৌরবপূর্ন সেই উৎসব দর্শকদের মনোমুগ্ধকারী বলে বিখ্যাত।
এই বিবরন শুনে পাণ্ডবেরাও সেখানে যেতে উৎসুক হল।
"রাজা যখন পাণ্ডবদের এই ঔৎসুক্যের কথা জানতে পারলেন, তিনি তাদের ডেকে বললেন:
আমি বার বার বারনাবতের নানা আকর্ষনের কথা শুনছি।
তোমাদের যদি বারনাবতে গিয়ে উৎসব দেখার বাসনা থাকে তবে বন্ধুবান্ধবদের সংগে যথাযথ সমারোহে যেতে পার।
সেখানে ব্রাহ্মন আর গায়কদের ইচ্ছামতো অর্থ প্রদান কোর।

BENG

তোমরা সেখানে মনের ইচ্ছা পূর্ণ করে প্রমোদ-বিহারে দিন কাটিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এস।
"যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অত্যধিক আগ্রহ দেখে তাঁর অভিসন্ধি বুঝতে পারল। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে বলল:
যে আজ্ঞা, মহারাজ!
"দুর্যোধন তখন গোপনে বিশ্বস্ত মন্ত্রী পুরোচনকে ডেকে বললে:
এই ধনসম্ভার-পূর্ণ রাজ্য কেবল আমারই নয়, তোমারও বটে। সুতরাং যত্নসহকারে একে রক্ষা কর।

মন্ত্রীদের মধ্যে তোমার মতো বিশ্বস্ত আর কেউ নেই। সুতরাং শত্রুদের ধ্বংস করতে আমার কথামতো কাজ কর।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবেরা বারনাবতে যাত্রা করছে, সেখানে উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য।

কোন দ্রুতগামী রথে এখনই সেখানে চলে যাও আর নগরের উপকণ্ঠে এক রাজকীয় ভবন তৈরী করার আয়োজন কর।

এই ভবন নির্মান করবে, শন, সর্জরেস, ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ দিয়ে। মাটির সঙ্গে প্রচুর পরিমানে ঘি, তেল, বসা আর লাক্ষা মিশিয়ে প্রাচীরে লেপন করবে।

প্রচুর পরিমানে এগুলি ব্যবহার করবে। কিন্তু তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখও যেন এগুলির উপস্থিতি না বুঝতে পারে।

ভবন তৈরী হয়ে গেলে কুন্তী, তাঁর ছেলেদের আর তাদের বন্ধুদের সেখানে বাস করতে আহ্বান করবে। তাদের রথ-যান, নরম শয্যা আর দিব্য আসন দেবে, যাতে পিতা খুশি হন।

তারপর ঠিক সময় আসার জন্যে অপেক্ষা করবে। সবকিছু এমন ভাবে করবে যে, কেউ যেন সন্দেহ না করে।

পরে যখন পাণ্ডবেরা আনন্দবান হয়ে একদিন নির্ভয়ে নিদ্রামগ্ন থাকবে সেই সময় তুমি সেই ভবনের দ্বারদেশে অগ্নি-সংযোগ করবে।

তারপর তাদের গৃহ দগ্ধ হয়ে সেই আগুনে তাদের মৃত্যু হবে, তাদের মৃতদেহ দেখে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না।

দুর্যোধনের কথায় সম্মত হয়ে পুরোচন বারণাবতে গেল আর রাজকুমারের আদেশ-অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দিল।

BENG

" এদিকে ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা আর গান্ধারীর কাছে গিয়ে যুধিষ্ঠির তাঁদের বিনয়াবনত হয়ে বলল:
আমি মাতা, ভ্রাতা আর অনুচরবর্গের সংগে মনোরম নগর বারনাবতে যাচ্ছি তাত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে। আমাদের শুভেচ্ছার বাণীতে আর হাস্যোজ্জ্বল মুখে বিদায় দিন। আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের রক্ষা করবে সেখানের সম্ভাব্য কোন বিপদ দূর করে।

"কুরু-প্রবীণেরা প্রীত হয়ে এই বলে আশীর্বাদ করলেন:
তোমাদের যাত্রা-পথের সব কিছু শুভ হোক। তোমাদের কোন অমংগল না হয়।

তারপর পাণ্ডবেরা গুরুজনদের প্রনাম, সমকক্ষ ব্যক্তিদের আলিংগন আর বয়: কনিষ্ঠদের অভিবাদন-গ্রহন করে, মাতৃগনকে প্রদক্ষিন করে আর ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপ, বিদুর আর অন্যান্য প্রবীনদের প্রনাম করে বিদায় গ্রহন করল।

BENG

"ঝড়ের মতো জোয়ান ঘোড়া জুড়ে রথ প্রস্তুত করা ছিল। বিদায় নেওয়ার পালা সেরে রাজকুমারেরা রথে উঠলেন।

"প্রজারা রাজকুমারদের পিছু পিছু চলল বারণাবতের পথে। বিদুর চললেন প্রজাদের আগে আগে।

"পাণ্ডবদের বিষাদ যেন তাদের পশ্চাতে আসা সমস্ত পুরবাসীকেও ছেয়ে ফেলল।

"তখন তারা মনের কথা বলতে লাগল:

পাণ্ডবদের এই নগর থেকে নির্বাসিত করে এক অখ্যাত জায়গায় পাঠানোর চক্রান্ত ভীষ্ম কি করে অনুমোদন করলেন?

আগে আমাদের মহান রাজারা, বিচিত্রবীর্য আর তারপর পাণ্ডু, আমাদের পিতার মতো পালন করতেন। এখন পাণ্ডু স্বর্গে গেছেন আর ধৃতরাষ্ট্র এখন পাণ্ডুর ছেলেদের প্রতি বিরূপ, এই রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে বলে।

ধার্মিক যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীম আর সর্বজয়ী অর্জুন - এঁরা কেউই পাপের পথে যাবেন না। তেমনি, মাদ্রীর এই সুধীর ছেলেদুটি কি কখনও কোন খারাপ কাজ করতে পারে?

ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, পক্ষপাতিত্বের দোষে। ন্যায়ের দিকে আর তাঁর দৃষ্টি নেই।

চল, এর প্রতিবাদে আমরা এই নগরী ছেড়ে চলে যাই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে।

BENG

"নগরবাসীদের এই সব খেদোক্তি শুনে যুধিষ্ঠির মনে মনে প্রবল্ট চিন্তা করলেন আর তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন:

রাজার আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। কারন, রাজাকে পিতা আর ত্রানকর্তা বলে ধরা হয়।

আপনারা আমাদের বন্ধু। আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের জন্য রেখে ঘরে ফিরে যান আপনারা।

যখন সময় আসবে, আমাদের পক্ষে যা ভাল তাই করবেন।

"এরপর নগরবাসীরা পাণ্ডবদের থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

R BLUE BENG.

indianmythologyworld.blogspot.in

BENG

যে জানে যে, আগুন বনকে ভস্ম করতে পারে, শীত নিরোধ করতে পারে, ইন্দ্র, যারা বনের মধ্যে বিবর খনন করে থাকে, তাদের দগ্ধ করতে পারে না,- সে আত্মরক্ষা করতে পারে।

যে শস্ত্রের ধাতুবিহীন অস্ত্র স্বীকার করে, সে আগুন থেকে বাঁচতে পারে।

... যদি সে অনেক দ্বারপথ বিশিষ্ট সুড়ংগ খনন করতে পারে।

এইসব জেনে অগ্রসর হও, তুমি পথ খুঁজে পাবে। কারন, যার পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপরও ক্ষমতা থাকে সে কখনও পরাভূত হয় না।

"এসব শুনে যুধিষ্ঠির বললেন:

বুঝতে পেরেছি।

আর বিদুর এই ভাবে তাদের সাবধান করে নগরে ফিরে এলেন।

"তখন কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন:

বিদুর তোমায় যা বলল তার ভাষা বোঝা গেল না কিন্তু।

তুমিতো দেখলুম তার কথায় রাজী হয়ে গেলে। আমরা কিন্তুই বুঝছি না।

আমাদের জানাতে যদি কোন আপত্তি না হয় আমরা সব কিছু শুনতে চাই।

BENG

"যুধিষ্ঠির বললেন :

প্রথমে তিনি, আমাদের জন্য যে ভবন তৈরী হয়েছে, সেখানে আগুন লাগা সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন। তিনি আরও বললেন যে পালাবার কোন পথ যেন অজানা না থাকে।

আর, যে পঞ্চেন্দ্রিয়কে জয় করতে পারে, সে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়।

আমি তাঁকে বললাম যে আমি বুঝতে পেরেছি।

বিদুরের উপদেশের অস্ত্রশস্ত্র পরে পাণ্ডবেরা বারনাবাতে পৌঁছল।

ব্যাসদেবের অমর ইতিহাস **মহাভারত**-এর কৈশোরায়নরূপ আবৃত্তির যে পরিবেশন আমরা করছি তার সপ্তম পর্যায় এইভাবে শেষ হল।

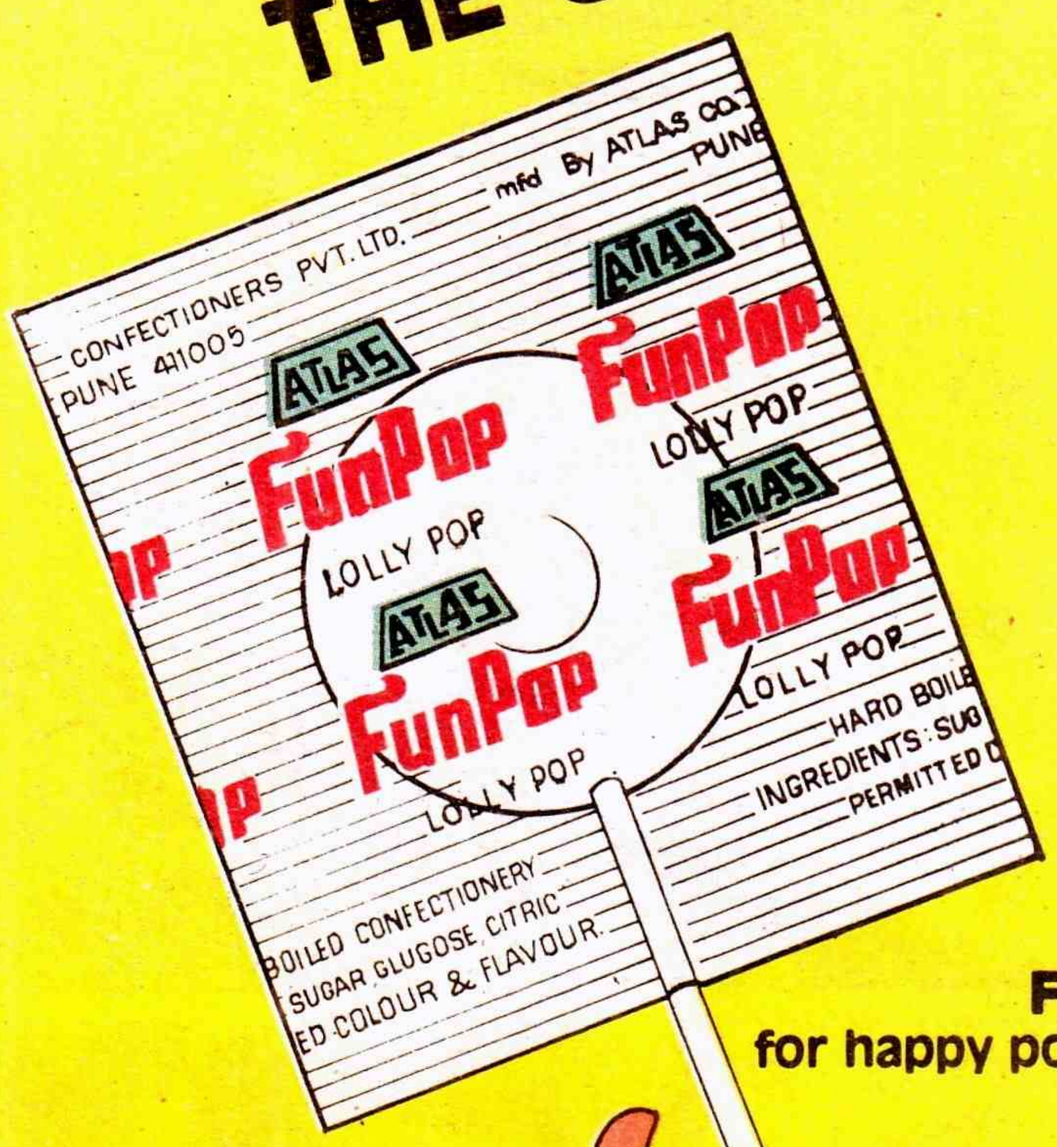

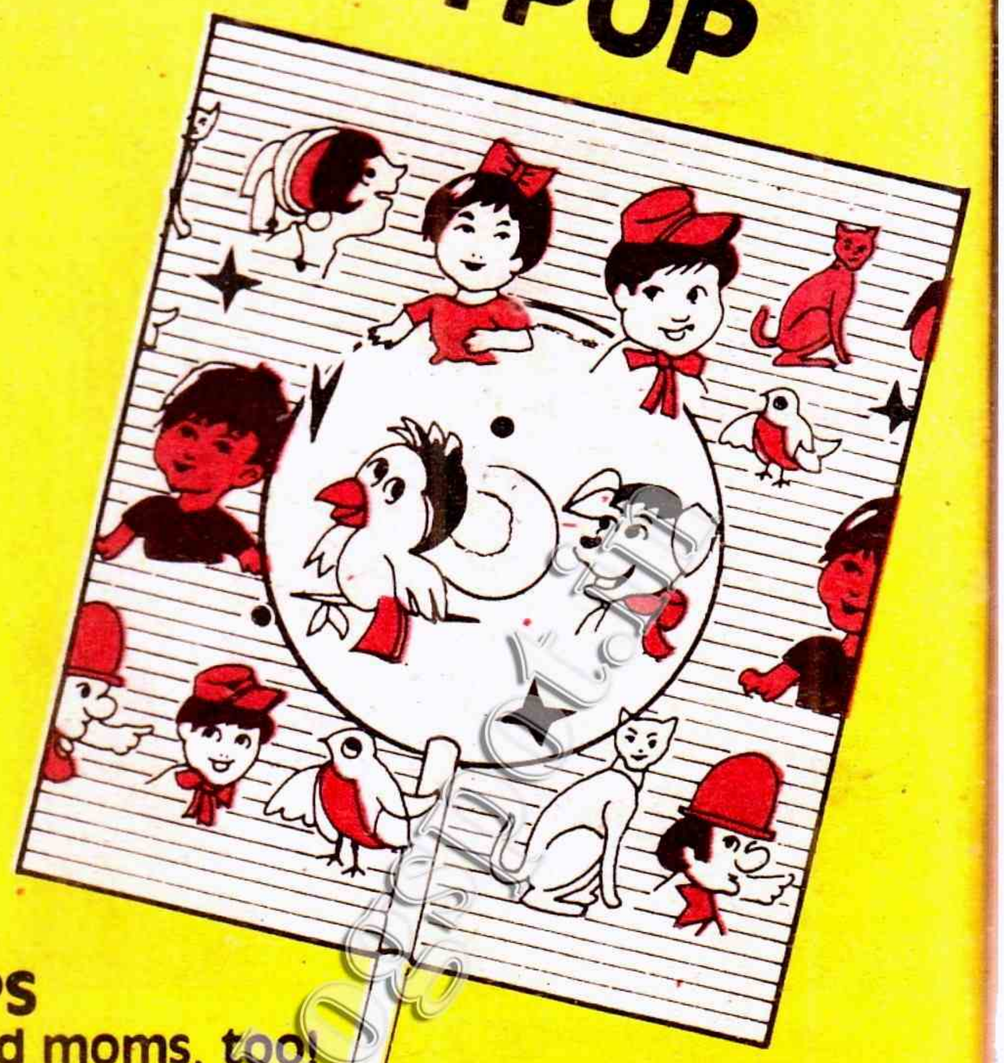

Mafd. by: **ATLAS CONFECTIONERS PVT. LTD.** Pune-411 005.

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই

অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বলরাম
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুব অষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্‌রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড ৪.০০ টাকা মাত্র

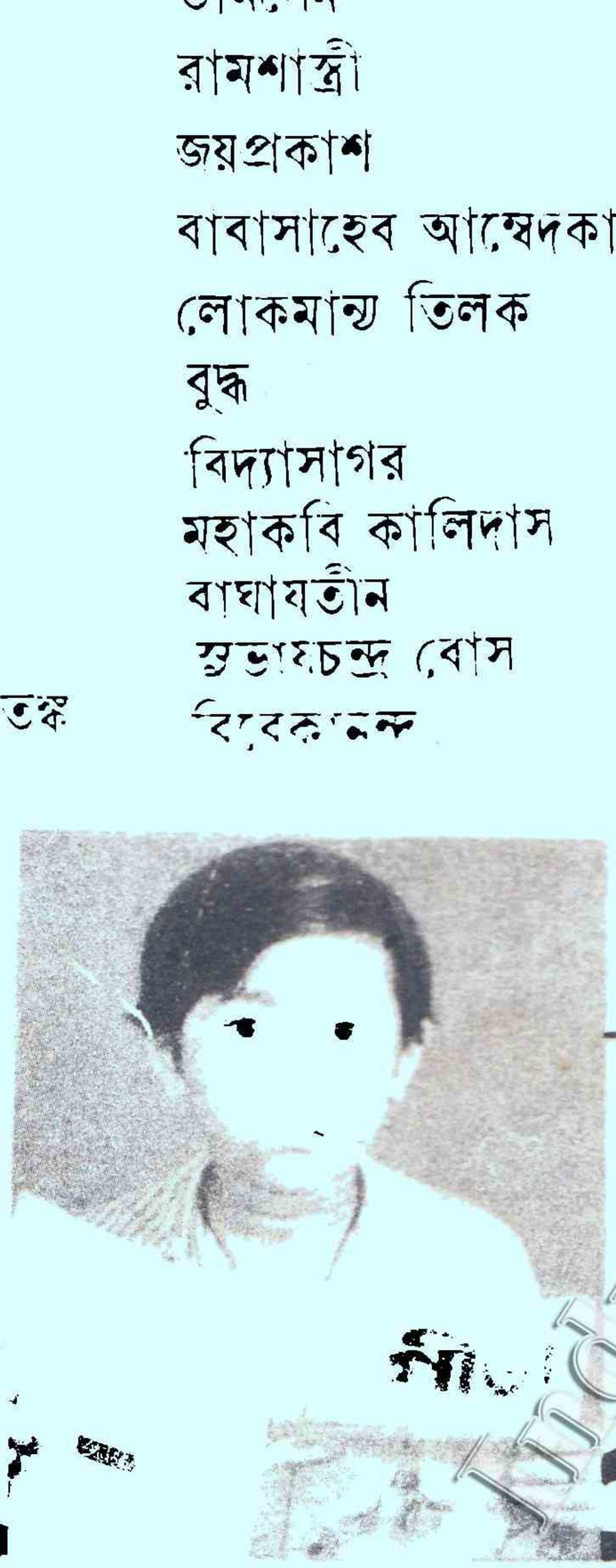

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী
পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

Indraindrajal.blogspot.in